গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা
www.dshe.gov.bd

স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১০৫.৩১.০৬৫.২০১৮/ ২৪৪৫/৫

তারিখ: ১০/০৩/১৪২৬বঙ্গাব্দ
১৪/০৬/২০১৯খ্রিস্টাব্দ

বিষয় : পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলাধীন মির্জাপুর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মোঃ আব্দুল হাই সিদ্দিকী-কে এমপিওভুক্তি।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলাধীন মির্জাপুর ডিগ্রি কলেজের জনাব মোঃ আব্দুল হাই সিদ্দিকী, অধ্যক্ষকে এমপিওভুক্তির বিষয়ে অনুমতি প্রদান করার জন্য অধ্যক্ষ আবেদন করেছেন। এ বিষয়ে জনাব মোঃ মকবুল হোসেন, মাননীয় সংসদ সদস্য ৭০, পাবনা-৩, ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য মহোদয় ডিও পত্র প্রেরণ করেন। মির্জাপুর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ জামাল উদ্দিন ৩১/১২/২০১৭খ্রি. তারিখে অবসর গ্রহণ করলে অধ্যক্ষ পদটি শুন্য হয়। অধ্যক্ষের শুন্য পদে ২০/০২/২০১৮খ্রি. তারিখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ১০/০৬/২০১৮খ্রি. তারিখে নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে ১১/০৬/২০১৮খ্রি. তারিখ মোঃ আব্দুল হাই সিদ্দিকী অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন।

জনৈক মোঃ আবুল হোসেন বাদী হয়ে পাবনা জেলার ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালতের ৩৮০/২০১৮ নং অঃ প্রঃ মোকদ্দমা ২৯/০৭/২০১৮খ্রি. তারিখে দায়ের করেন। মোকদ্দমায় ২০/০৭/২০১৮খ্রি. তারিখে নিয়োগ পরীক্ষার কথা উল্লেখ থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে নিয়োগ নির্বাচনী পরীক্ষা হয় ১০/০৬/২০১৮খ্রি. তারিখ। ভুল তথ্যের মাধ্যমে মামলাটি দায়ের করেছে। মোকদ্দমা বিষয়ে জেলা শিক্ষা অফিসার, পাবনা মহোদয় আইনগত মতামত জানতে চাইলে এ বিষয়ে সরকারি কৌশলী আইনগত মতামত পেশ করেন যা নিম্নরূপ- উক্ত মোকদ্দমার নথি দৃষ্টে দেখা যায় যে, মোকদ্দমায় কোন নিষেধাজ্ঞার আদেশ নাই। মোকদ্দমা দায়ের হয়েছে ২৯/০৭/২০১৮খ্রি. তারিখে। কিন্তু উক্ত তারিখের পূর্বেই ১১/০৬/২০১৮খি. তারিখে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং উক্ত মোকদ্দমার কারণে নিয়োগ বিষয়ে সাংঘর্ষিক কোন কিছু হওয়ার সুযোগ নাই। সে প্রেক্ষিতে এমপিওভুক্তির বিষয়ে মাউশির অনুমিত প্রয়োজন বিধায় অধ্যক্ষ আবেদন করেন।

মাউশির আইন শাখার মতামত: পাবনা জেলার মির্জাপুর ডিগ্রি কলেজের নিয়োগকৃত অধ্যক্ষ জনাব মোঃ আব্দুল হাই সিদ্দিকীর এমপিওভুক্তির জন্য প্রস্তাব অত্র অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। এক্ষেত্রে দেয়া যায় যে, জনৈক আবুল হোসাইন যুগ্ম জেলা জজ আদালত, পাবনায় দেওয়ানী মোকদ্দমা নং- ৩৮০/২০১৮ দায়ের করেন। কিন্তু উক্ত দেওয়ানী মোকদ্দমায় নিয়োগ ও এমপিওভুক্তির ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে জনবল কাঠামোর বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক তাকে অধ্যক্ষ পদে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানে এমপিওভুক্ত করা যেতে পারে। তবে সংশ্লিষ্ট আদালত হতে অত্র মামলায় বিরূপ কোন আদেশ হলে সে আদেশ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত: "In such view of the matter, our opinion is that the name of the above Principal should be included in the MPO scheme as per Janobol Kathamo. However, the Directorate should strictly follow if any adverse order is passed by the competent court" (কপি সংযুক্ত)।

এমতাবস্থায়, পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলাধীন মির্জাপুর ডিগ্রি কলেজের জনাব মোঃ আব্দুল হাই সিদ্দিকী, অধ্যক্ষকে এমপিওভুক্তির বিষয়ে অত্র অধিদপ্তরের আইন শাখার ও বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করার হলে।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

(মো: এনামুল হক হাওলাদার)
উপপরিচালক(কলেজ-২)
ফোন নং- ৯৫৫৭৬৯১
Email-ncollege@dshe.gov.bd

উপপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা
রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী
২। সভাপতি, পরিচালনা পরিষদ, মির্জাপুর ডিগ্রি ডিগ্রি কলেজ, চাটমোহর, পাবনা
৩। জেলা শিক্ষা অফিসার, পাবনা
৪। অধ্যক্ষ, মির্জাপুর ডিগ্রি ডিগ্রি কলেজ, চাটমোহর, পাবনা
৫। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, চাটমোহর, পাবনা
৬। সংরক্ষণ নথি।

Date: 12.06.2019

The Director General
Directorate of Secondary and Higher Education,
16 Abdul Gani Road
Dhaka 1000

Subject: Legal opinion in respect of inclusion of the name of Mr. Md. Abdul Hye Siddique, newly appointed Principal of the Mirjapur Degree College, Pabna in the MPO Scheme.

Dear Sir,

Please refer to the subject mentioned above. Proposal of sent for inclusion of the name of the above newly appointed Principal in the MPO scheme of the College. It appears that one Md. Abul Hossain filed a Title Suit being No. 380 of 2018 in the local court. However, there is no order of injunction in the said suit. In such view of the matter, our opinion is that the name of the above Principal should be included in the MPO scheme as per Janobol Kathamo. However, the Directorate should strictly follow if any adverse order is passed by the competent court.

Thanking you for asking our opinion in the matter. Please take note that this opinion is given on the basis of the documents available in the relevant file.

Yours truly,

S. M. Atikur Rahaman
Barrister-at-Law
Legal Adviser
Directorate of Secondary and Higher Education.
C:\Users\SHIFUL ISLAM\Documents\Legal Opinion\LO- DG -Md. Abdul Hye siddique.doc